R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

শ্রীমুদ্রণীর নবগদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
মহাবীরতলা
জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৪৬৪৭/এসটিডি ০৩৪৮৩
বিড়ি, চানাচুর, পাউরুটি, মশলা প্রভৃতির প্লাস্টিক প্যাকেট ও লেবেল গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে কার্তিক, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
১০ই নভেম্বর, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

সমাজবিরোধীদের বন্ধু পুলিশ ।। মহকুমার দুই থানার একই চিত্র

সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল ফরাক্কায় চলছে খুন-লুঠতরাজের রাজ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা থানা অঞ্চল বর্তমানে সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল। স্থানীয় সাংসদ সিপিএম নেতা আবুল হাসনাত খান, কংগ্রেস বিধায়ক মইনুল হকসহ রাজনৈতিক ব্যক্তি থেকে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী সকলেই একবাক্যে প্রশাসনের এই ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। খুন, পাল্টা খুন, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বোমাবাজি, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, জাতীয় সড়কে বাস-লরিতে ডাকাতি এখন ফারাক্কার রোজকার ব্যাপার। লোকসভা নির্বাচনের আগে ১৪ জুলাই কান্তর মোড়ে হায়াত আলি খুন হন। তার বদলা হিসাবে ২৭ জুলাই হাজারপুরে জিতেন ঘোষের খুন। তারই জেরে ঐ দিনই মহসীন সেখ খুন হন। সাংসদ আবুল হাসনাতের হস্তক্ষেপে এসপির নির্দেশে স্থানীয় থানা কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ফরাক্কার বিধায়কের দাবী এরা কেউ প্রকৃত অপরাধী নয়। খুন আর পাল্টা খুনকে ঘিরে রয়েছে সাম্প্রদায়িক অশান্তি। রাজনৈতিক সংঘর্ষে ১৩ সেপ্টেম্বর সিপিএম কর্মী আসরাফুল সেখ টিনটিনা বটতলার কাছে নিহত হন। অনেক পরে নামকাওয়াস্তে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জাতীয় সড়কে মালদাগামী একটি ষ্টেটবাসে ৬ আগষ্ট স্থানীয় সমাজবিরোধী আবু তাহেরের দলবল ডাকাতি করে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এদিকে (২য় পৃষ্ঠায়)

বিতর্কিত সাব-ইন্সপেক্টর সমস্ত অবৈধ কাজের মধ্যমণি

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার বীরেন্দ্রনগর গ্রামে সম্প্রতি এক গ্রাম্য বিবাদকে কেন্দ্র করে একতরফাভাবে বিজেপি সমর্থকদের উপর অত্যাচার চালানো হয়। এই বিষয়ে জঙ্গিপুর এস ডি জে এম গত ৬ নভেম্বর ঐ গ্রামের মটরী মন্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুনীল সরকারকে ৩২৩/৫০৬ ধারা অনুসারে সমন জারী করেছেন বলে বিজেপি সূত্রে প্রকাশ। মূলতঃ শ্রীসরকারের নানা বেহিসেবী কাজের জন্যই রঘুনাথগঞ্জ থানাতে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি দেখা দিচ্ছে। বছর দু'য়েক আগে স্থানীয় গোপালনগরের জনৈকা শিখা দাসের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ও নানা দুর্নীতির অভিযোগে শ্রীসরকারকে রঘুনাথগঞ্জ থেকে বহরমপুর পুলিশ লাইনে বদলী করা হয়। কিন্তু দু' বছর পর ফিরে এসেও তিনি পুনরায় প্রমাণ করেছেন কয়লার কালি শত ধুলেও ঘোচে না। ডিউটিরত অবস্থায় মদ্যপ হয়ে লুঙ্গি পরে থানা চত্বরে চা, সিগারেটের ঢপে মদ ও গাঁজার কারবারসহ নানা অবৈধ কাজের তদারকি করেন সুনীল সরকার বলে অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ মানুষ তার দুর্ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত। প্রকাশ্যে ঘুষ চাওয়া, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, ঘুষ খেয়ে কেস চেপে দেওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের কাজের মধ্যমণি সুনীল সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। গত ৫ নভেম্বর অজগরপাড়ার ভোজল ঘোষের ৮-১০টি গরু জোর (৩য় পৃষ্ঠায়)

বহিষ্কারের খবর দলের কাছেই নেই, এসব কাগজের বিক্রি বাড়াবার ফিকির—গিয়াসুদ্দিন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পৌর এল সির সম্পাদক, জঙ্গিপুর জোনাল ও জেলা কমিটির সদস্য সিপিএম নেতা মহঃ গিয়াসুদ্দিনের দল থেকে বহিষ্কারের খবর দলেরই জানা নেই। সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে গিয়াসের বহিষ্কারের খবর নিয়ে সোরগোল ওঠে। এ ব্যাপারে জোনাল সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের কাছে তো বটেই, এমনকি জেলাতেও সে ব্যাপারে কোন খবর নাই। তবে নির্বাচনের আগে থেকেই জঙ্গিপুর, বিশেষতঃ রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের গ্রামেগঞ্জে মানুষের মনে গিয়াসুদ্দিন সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ও ক্ষোভ শোনা যাচ্ছিল। তাতে এটুকু পরিষ্কার হয় যে, আগের থেকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

আমাদের তৃণমূলে যাবার খবর অবাস্তব—মহঃ সোহরাব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'আমি ছাড়াও জেলার তিনজন কংগ্রেস বিধায়ক- আবু হেনা, হবিবুর রহমান ও মায়ারাণী পালকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসে যাবার যে খবর দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব।' সুতীর কংগ্রেস বিধায়ক মহঃ সোহরাব আমাদেরকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, দুই কথা বাক্য পারাপার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে কার্তিক বুধবার, ১৪০৬ সাল।

সফর—রাষ্ট্রীয় না ধর্মীয় ?

প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টি ওড়িশায় যখন হাজার হাজার প্রাণবলি ঘটাইয়া উপকূলবর্তী জেলাগুলিকে শ্মশানপুরীতে পরিণত করিয়াছে, যখন অগণিত অসহায় মানুষ ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল অভাবে ধুঁকিতেছেন, যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ তথা অপরাপর দেশ হইতে এখানে ত্রাণ সামগ্রী আসিতেছে, যখন ওড়িশার বিপর্যয়কে সরকার জাতীয় বিপর্যয় বলিয়া গণ্য। করিতেছেন, যখন মানুষের দুর্গতির অবধি নাই, তখনই রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ জন পল-২ ভারতে আসিলেন মানুষকে আলোকের বাণী শুনাইতে, মুক্তিপথের সন্ধান দিতে এবং হয়ত বা বর্বর (?) ভারতীয় হিন্দুদের আধ্যাত্মিক উত্তরণ ঘটাইতে।

পোপ এখানে দ্বিতীয়বার আসিলেন। তিনি শুনাইয়াছেন যে, ভারত পরধর্মসহিষ্ণু দেশ। ইহা নূতন কিছু কথা নহে। ভারতের হিন্দু চিরদিনই পরধর্মসহিষ্ণু। সুপ্রাচীনকালে "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"-র যে বাণী আর্য ঋষিকণ্ঠ হইতে উদ্‌গীত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে ভারতের রাষ্ট্রীয়জীবনে তথা সমাজ জীবনে। ভারত তাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার সুযোগ লইয়া এখানকার হিন্দুধর্মাবলম্বীদিগকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা অন্যান্য অভারতীয় ধর্মের লোকদের মধ্যে প্রবল। আমেরিকার একটি খ্রীষ্টীয় সংগঠন —সাদার্ণ ব্যাপ্‌টিষ্ট, প্রচারপথের মাধ্যমে নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের মানুষ হিন্দুধর্মের অন্ধকারে আচ্ছন্ন; খ্রীষ্ট তাহাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন। পোপ জন পল-২ হয়ত সেই মুক্তি ঘটাইতে আসিয়া থাকিবেন। কারণ পৃথিবীর কিছু কিছু অখ্রীষ্টীয় রাষ্ট্র খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেয় না। আরব দুনিয়ায় ত প্রবেশ নিষেধ। তাই পোপ ভারতের দিকে ঝুঁকিয়াছেন বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন।

বস্তুতঃ খ্রীষ্টান মিশনারীরা প্রোটেষ্ট্যাণ্ট বা রোমান ক্যাথলিক যাহাই হউন, এদেশে আসিয়া জনকল্যাণমূলক নানা কাজ করিয়াছেন এবং করেন, ইহা সত্য। তবে এই মানবহিতৈষণার মূলে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে। তাহা হইতেছে অখ্রীষ্টানদিগকে 'বাপ্তাইজ'-করণ বা ধর্মান্তরীকরণ। অন্য ধর্মের মানুষকে ধর্মচ্যুত করিয়া স্বধর্মে দীক্ষিত করার মধ্য দিয়া পারমার্থিক লাভ থাকে বলিয়া খ্রীষ্টানরা মনে করেন। ইসলাম ধর্মেও এইরূপ চিন্তাধারা আছে। ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে দরিদ্র মানুষদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভের ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থাপন ইত্যাদি নানাপ্রকার কাজে মিশনারীদের পক্ষ হইতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। খ্রীষ্টধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম হীন, এইরূপ কথা প্রচার করা হয়। প্রভু যীশু অন্য ধর্মের উপাস্যকে 'শয়তান' বলিতে শিক্ষা নিশ্চয়ই দেন নাই। কিন্তু মিশনারীরা নাকি বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুদের দেব-দেবীর মাধ্যমে 'শয়তান' হিন্দুকে আলোকবঞ্চিত করে। ইহারা পাপী। অনুরূপভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে হিন্দুরা কাফের।

যাহা হউক, পোপ জনপল-২ ভারতে আসিয়াছেন একটি (ভ্যাটিকান) প্রাসাদ-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে। তিনি ভারত সরকারের অতিথি; তাই এই রাষ্ট্রের নিকট হইতে তিনি সেই মর্যাদাই পাইবেন। ধর্মগুরুর স্বীকৃতি তিনি অবশ্যই এ দেশের রাজশক্তির নিকট হইতে পাইবার আশা করিতে পারেন না।

লুঠ ছিনতাই চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ফরাক্কায় সম্প্রতি পর পর কয়েকজন ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই হয় প্রকাশ্য দিনে। অরঙ্গাবাদের কমলা বিড়ির টাকা ছিনতাই-এর প্রধান হোতা এনটিপিসি চত্বরের কুখ্যাত আসামী সত্য ধোপার দলবল একের পর এক ছিনতাই করে চলেছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর বেলা আড়াইটা নাগাদ এনটিপিসি মোড় লাগোয়া রেল লাইনের নীচ থেকে রঘুনাথগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী গোপাল আগরওয়ালার ৩০ হাজার টাকা ছিনতাই হয়। গোপালবাবুর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছিনতাইকারীকে তাড়া করলে সে পার্শ্ববর্তী ঘোলাকান্দীতে সত্য ধোপার বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। ফরাক্কা থানায় বার বার ফোন করলেও পুলিশ আসে না। শেষে এসডিপিওকে ফোন করলে তাঁর চার ঘণ্টা দুয়েক পর থানার মেজবাবু এসে তদন্তের নামে প্রহসন করে চলে যান। কেউ ধরা পড়ে না। ঐ দিন ফরাক্কায় ওসি না যাবার অজুহাত দেখিয়ে গোপাল আগরওয়ালার অভিযোগ পর্যন্ত নিচ্ছিলেন না ডিউটিরত এ, এস, আই। শেষে স্থানীয় লোকজন ও গোপালবাবুর অনুরোধে অনেক গড়িমসির পর একটা লিখিত অভিযোগ জমা নেন। তবে বড়বাবুর সঙ্গে থানায় এসে দেখা না করলে এ ব্যাপারে কিছুই হবে না সেটাও জানিয়ে দেন এ, এস, আই গোপালবাবুকে বলে খবর। বড়বাবুর সঙ্গে দেখা না করার কারণে টাকা ছিনতাই-এর তদন্ত ওখানেই চাপা পড়ে যায়। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে সত্য ধোপাকে রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি গ্রেপ্তার করে চিকিৎসার জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করলে ওখান থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সত্য পালিয়ে যায়। সত্য আর ধরা পড়েনি। এদিকে ফরাক্কার লোকের কথা সত্য ধোপা বীরদর্পে প্রকাশ্যে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্জুনপুরের বড় ব্যবসায়ী পটু বিশ্বাসের লোক গত ৪ নভেম্বর সকালের দিকে ফরাক্কা থেকে টাকা নিয়ে ফেরার পথে বেনিয়াগ্রাম তামেশ্বর ফিল্ডের কাছে তার টাকা ছিনতাই হয়। এর আগে আর এক ঘটনায় ছিনতাইকারীদের বাধা দিতে গিয়ে আহত হন একজন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সব ঘটনাই থানায় জানানো হয়েছে। তারপর সব চুপ। এনটিপিসি নবারুণ সবজি বাজারে প্রকাশ্যে চোরাই মদ, গাঁজা ও যাবতীয় নেশার জিনিস বিক্রি হয়। ওখানে কর্মরত কর্মী বা তাঁদের স্ত্রী-কন্যারা ঐ পরিবেশের মধ্যেই কেনাকাটা করেন। এ সব দেখে মনে হয় না এখানে পুলিশ প্রশাসন বলতে কিছু আছে। ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হকও স্বীকার করেন ফরাক্কায় প্রশাসন বলতে কিছু নেই। থানা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। পুলিশের কাজে গাফিলতি ও অসাধুতার প্রতিবাদে আপনারা কিছু করছেন না কেন প্রশ্ন করলে মাইনুল পরিষ্কার বলেন—থানা ঘেরাও বা জাতীয় সড়ক অবরোধ ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি ?

গরু পাচারকারীদের দাপট সমানে চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রামের মানুষ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা গরু পাচারকারীদের দাপটে প্রতি মুহূর্তে নাজেহাল হচ্ছেন। অভিযোগ, দলে দলে গরু-মোষের পাল নিয়ে পাচারকারীরা দিনে রাতে ঐ রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া চলাচল করছে। স্কুলের সময় গরু-মোষের সিং-এর আঘাতে এর মধ্যে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়েছে। স্থানীয় থানার পুলিশ এর কোন প্রতিকার করতে নারাজ। এ ব্যাপারে বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে উনি গরু পাচার বন্ধের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করেছেন বলে জানা যায়।

অবৈধ কাজের মধ্যমণি (১ম পৃষ্ঠার পর)

করে ধরে তিনি পয়সা আদায় করেছেন। কালীপুজোর রাতে সম্মতিনগরে জুয়ার আসর থেকে ৫৫ হাজার টাকাসহ ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করেও খাতা-কলমে ৫ হাজার টাকার বোর্ডমানি দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। স্মাগলারদের কাছ থেকে বখরা আদায়, থানার নতুন বাড়ী তৈরীর জন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ, থানা চত্বরে দালালদের উৎসাহ দেওয়াসহ নানা ধরনের কাজের জন্য শ্রীসরকারের বিরুদ্ধে পুলিশের একাংশও ক্ষুব্ধ। কিন্তু ওসি দিলীপ হাজরার একান্ত কাছের লোক হবার সুবাদে তিনি অবৈধ সম্পর্ক ও অনিয়ম দুইই অবাধে চালিয়ে যাচ্ছেন।

জীবন সুরক্ষা ও আর্থিক নিরাপত্তার প্রতীক

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম

এজেন্ট : *মোঃ সেলিম*

কোড নং ১০৩১/৪/৪৪৭

রঘুনাথগঞ্জ শাখা

যোগাযোগের ঠিকানা :—

পলাশ মেডিক্যাল, বাগানবাড়ী

বাড়ীর ঠিকানা :— বাহাদিনগর, রঘুনাথগঞ্জ

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড

পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

পাকা বাড়ী বিক্রী

জঙ্গীপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে ঘোড়শালা গ্রামে ঢুকতে ১৫ শতক জায়গার উপর চারখানা ঘর, দুটি রান্নাঘর, স্যানিটারী পায়খানা, চারদিক পাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ইলেকট্রিক লাইটযুক্ত একটি বাড়ী বিক্রী হবে। যোগাযোগের ঠিকানা :—

বীরেন্দ্রকুমার দাশ

এম আই জি (ইউ)

২/১২, বিরাটী হাউসিং এষ্টেট

এম, বি, রোড

পোঃ নিমতা, কলিকাতা ৪৯

ফোন : ০৩৩/৫৩৯-৫০৮৪

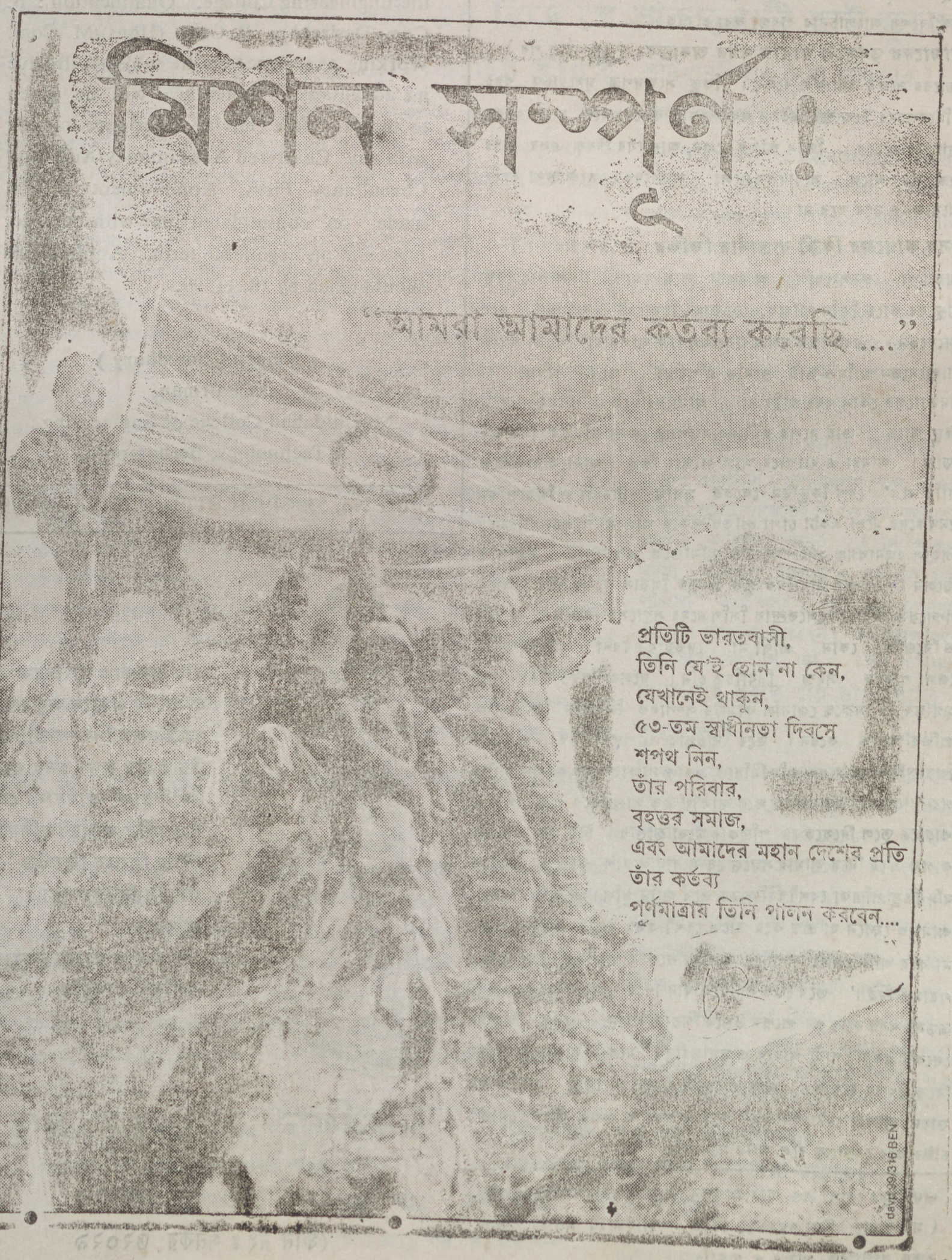

আর পি এফের জুলুমের প্রতিবাদে ট্রেন অচল

নিজস্ব সংবাদদাতা : আর পি এফের জুলুমের প্রতিবাদে গত ৫ নভেম্বর ভেণ্ডাররা বাসুদেবপুর হল্ট ষ্টেশনে সাহেবগঞ্জ ডাউন লোকাল প্যাসেঞ্জারের ভ্যাকুয়াম খুলে দিয়ে ট্রেনটি অচল করে দেয়। ভেণ্ডারদের অভিযোগ—আর পি এফ নিয়মিত তাদের উপর জুলুম চালাচ্ছে, মারধোর করছে, ট্রেন থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। জোর-জবরদস্তি তাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করছে। বেশ কিছু সময় পর পুলিশী হস্তক্ষেপে ট্রেনটি চালু করা হয়।

আলকাপ সম্রাটের জন্মশতবর্ষ

সংবাদদাতা : আগামী ১৮ নভেম্বর বিকেলে জঙ্গিপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ধনপতনগরে আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসুর জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে আলকাপ ও ঝাঁকসুকে নিয়ে এক বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের তৃণমূলে যাবার খবর অবাস্তব (১ম পৃষ্ঠার পর)

জোরের সঙ্গেই কথাগুলি বলেন। কিছু সংবাদপত্র মুখরোচক খবর পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই এইসব খবর প্রকাশ করছে বলে মনে করেন সোহরাব সাহেব। তিনি আরও বলেন, আশ্চর্যের বিষয় এসব খবর প্রকাশের আগে সংবাদপত্রগুলো আমাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনও মনে করে না।

এসব কাগজের বিক্রী বাড়াবার ফিকির (১ম পৃষ্ঠার পর)

গিয়াসের জনসংযোগ অনেকটা কমে গেছে। এলাকায় কিছু মানুষের কাছে তিনি দাম্ভিক, রূঢ়ভাষী হিসাবেই পরিচিত হয়ে গিয়েছেন। এব্যাপারে মৃগাঙ্কবাবুর মন্তব্য, 'আপনারা গিয়াস সম্বন্ধে যা শুনেছেন আমিও তাই শুনেছি এ পর্যন্তই। তবে বহিষ্কার বা পদত্যাগের কোন খবর জানি না। আমাদের দলে গণতন্ত্র বলে কিছু আছে। তাই দলের কর্মীদের ব্যাপারে জেলা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আমরা এ ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে কিছু জানাতে বা বলতে পারি না।' বেশ কিছুদিন থেকেই মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও গিয়াসুদ্দিন সমর্থকদের মধ্যে একটা চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। গিয়াস রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতিতে এক সময়ে সভাপতি ছিলেন। পেশায় মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক গিয়াস কয়েক বছর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেকেন্দ্রায় সিপিএমের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও বিজেপি কোন প্রার্থী না দেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেলা পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হ'ন। দলের পরীক্ষিত নেতা মৃগাঙ্কবাবুর বিরুদ্ধে জোনাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচনে তিনি নাকি প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন। তবে বহিষ্কার বা পদত্যাগের ব্যাপারে গিয়াসুদ্দিন আমাদের প্রতিনিধিকে একান্ত সাক্ষাতকারে জানান 'গল্পের গরু গাছে ওঠে জানতাম। তবে স্থানীয় এক সাপ্তাহিকে গল্পের গরুকে পাহাড়ে তুলে দিয়েছে। পত্রিকার মধ্যে হ্যাণ্ডবিল টাইপের একটা কাগজ এঁটে দিয়ে আমার সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশ করেছে, তাতে যদি কিছু পত্রিকা বেশী বিক্রি হয় তবে আমি খুশি। ঐ পত্রিকা থেকে আমাকে ফোনে যা প্রশ্ন করে তাতে বেশী কথা বলার প্রয়োজন মনে না করে আমি জেলা সম্পাদক মধুবাবুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার পরামর্শ দিই।' তবে কেন সবাইকে বাদ দিয়ে আপনার নামেই এতসব খবর হচ্ছে? প্রশ্নের উত্তরে গিয়াস বলেন, 'বেশ কিছুদিন থেকেই একটা গোষ্ঠী আমার ও মৃগাঙ্কবাবুর মধ্যে সংঘাত লাগিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে। এতে ঐ গোষ্ঠী নিশ্চয়ই কিছু রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার চেষ্টা করছে। আর এ খবর বা গুজব ঐসব গোষ্ঠীই চাউর করে বেড়াচ্ছে বলে আমি মনে করি।'

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

MURSHIDABAD COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

BERHAMPORE

RECRUITMEN NOTICE

Applications are invited from the eligible Indian Citizens for recruitment to the post of Accountant-cum-Cashier for the Engineering College. Qualification : B. Com. Desirable : B. Com. (Hons)/M. Com. Working experience on the subject will have an advantage. Preference will be given to the candidate having experience in work with any Chartered Accountancy/Auditing/ Consultancy Firm. Appointment will be made on consolidated pay with contract basis and on negotiable term. Applications should reach by 18. 11. 99.

(Nripen Chowdhury)
Chairman,
Murshidabad College of Engineering
& Technology, Berhampore.

Order No. 532/(4)/MCET/Ber. Dated 30/10/99

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গলকর

ফোন নং : গলকর ৬২০২৯